ভোরের কাগজ

তারিখ 31 MAR 2003

নকল প্রবণতা

শনিবার এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে সারা দেশে নকলে সহায়তার দায়ে অর্ধশতাধিক শিক্ষক বহিষ্কার হওয়ার খবর বেরিয়েছে। এ থেকে নকলের সঙ্গে অসাধু শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতার অকাট্য প্রমাণ মেলে এবং সমস্যার গভীরতা কতোখানি সে বিষয়েও ধারণা পাওয়া যায়। আমরা আগেও বলেছি এই যে শিক্ষকদের নকলে সহায়তাদানের কারণ অনেক গভীরে নিহিত। স্কুল-কলেজে সরকারি আর্থিক অনুদানের শর্তাবলীর সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। নকল স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হলে শুধু পরীক্ষার দিন কড়াকড়ি করলেই হবে না; এজন্য স্কুল-কলেজের আইন-কানুন সংস্কারেরও প্রয়োজন আছে এটাও স্বীকার করতে হবে।

কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে এবার এসএসসি পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা কিছুটা কমেছে। এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে ২ হাজার ছাত্রছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছে সারা দেশে, যা গত কয়েক বছরের তুলনায় কম। আগে এক-এক দিনের পরীক্ষায় ৬-৭ হাজার বহিষ্কারের ঘটনা পত্রিকার পাতায় ফলাও করে প্রকাশ পেতো। এবার সে তুলনায় নকলের প্রবণতা ও বহিষ্কারের সংখ্যা নিম্নগামী হয়েছে দেখে একটু আশ্বস্ত বোধ করা যায়। নকল প্রবণতা যে ভয়াবহ হারে বাড়ছিল এবং তাতে যেভাবে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষক, স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছিল তাকে নজিরবিহীন বললেও কম বলা হয়। বস্তুত পরীক্ষা ব্যাপারটাই একটা প্রহসনে পরিণত হচ্ছিল এবং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাতেই একটা ধ্বংসের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। সেদিক থেকে বলা যায়, নকল প্রবণতা যদি এ বছর সত্যিই অন্তত কিছুটা কমে গিয়ে থাকে তাহলে তা একটি ভালো খবরই বটে। তবে লক্ষণীয় যে নকল প্রবণতা রোধের এই সরকারি তোড়জোড়ের মধ্যেও নকল কিন্তু বন্ধ হয়নি। মাত্রা কমে গেলেও নকল প্রবণতা এখনো জারি রয়েছে। ঢাকা শহরে নকলের প্রবণতা কম, কিন্তু শহরের বাইরে মফস্বলের স্কুলে এখনো ব্যাপক নকল হচ্ছে। তেমনি এসএসসির পাশাপাশি শুরু হওয়া দাখিল পরীক্ষায়ও ব্যাপক নকল হচ্ছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হলেও নকলের দায়ে বহিষ্কারের সংখ্যা দাখিল পরীক্ষায় অত্যন্ত বেশি।

এটা ঠিক যে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে প্রশাসন পর্যন্ত সবাই যদি দৃঢ় ভূমিকা নেন তাহলে নকল রোধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। স্কুল-কলেজ বা পরীক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক, পরিদর্শক, কর্মচারী, প্রশাসন, পুলিশ, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রশ্রয় নকলের ভয়াবহ বিস্তারের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। আমাদের অভিজ্ঞতা তাই বলে। অভিভাবক ও শিক্ষকরা পর্যন্ত নানা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে নানা উপায়ে নকলে প্রশ্রয় দেন। এটা সাম্প্রতিক কালে দেখা গেছে যে কোনো কোনো স্কুল-কলেজে নকলের অবাধ সুযোগ ও প্রশ্রয়দানের জন্য সংগঠিত চক্র গড়ে ওঠে এবং অভিভাবক, শিক্ষক থেকে শুরু করে আইন প্রয়োগকারী পর্যন্ত সবাই এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এ অবস্থায় নকল প্রতিরোধের আশা করা বাতুলতা।

এ বছর নকলের দায়ে বহিষ্কারের সংখ্যা হয়তো কমেছে, কিন্তু শিক্ষকদের নকলে সহায়তাদান বন্ধ হয়নি। বলা বাহুল্য, শিক্ষকরা নকলে সহযোগিতা-প্রশ্রয় দিলে নকল তো হবেই, অন্যদিকে বহিষ্কারের সংখ্যাও কম হবে। তাই বহিষ্কারের সংখ্যা কম বলেই নকল কম হচ্ছে এ সিদ্ধান্তটা সব সময় নির্ভুল নাও হতে পারে। শনিবার এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে সারা দেশে নকলে সহায়তার দায়ে অর্ধশতাধিক শিক্ষক বহিষ্কার হওয়ার খবর বেরিয়েছে। এ থেকে নকলের সঙ্গে অসাধু শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতার অকাট্য প্রমাণ মেলে এবং সমস্যার গভীরতা কতোখানি সে বিষয়েও ধারণা পাওয়া যায়। আমরা আগেও বলেছি এই যে শিক্ষকদের নকলে সহায়তাদানের কারণ অনেক গভীরে নিহিত। স্কুল-কলেজে সরকারি আর্থিক অনুদানের শর্তাবলীর সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। নকল স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হলে শুধু পরীক্ষার দিন কড়াকড়ি করলেই হবে না; এজন্য স্কুল-কলেজের আইন-কানুন সংস্কারেরও প্রয়োজন আছে এটাও স্বীকার করতে হবে।